তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯

**প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি অনেক ভালো আছে**

 **----শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, করোনা পরবর্তী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বের অনেক ধনী দেশের অর্থনীতি হুমকিতে পড়লেরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক ভালো আছে।

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে ২০০৫-২০০৮ সালে নৌ ডাকাত ও জলদস্যুদের দ্বারা প্রায় অর্ধশত মৃত্যুবরণকারী বাল্কহেড নৌ শ্রমিকদের স্মরণে বাংলাদেশ নৌ পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য নিবেদিত ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সবার আগে শ্রমিকদের কথা ভাবেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য মজুরি কাঠামো প্রণয়নের কাজ চলছে। তিনি নিজে মনিটর করছেন। দ্রুতই মজুরি কাঠামো প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে বলে নৌ পরিবহণ শ্রমিকদের আশ্বাস দেন।

সভায় নৌ পরিবহণ মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌ রুটে শ্রমিকদের নির্যাতন, চাঁদাবাজি হয়রানি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌ পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি এ বি এম সফিউল আলম বুলুর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রধান সার্ভেয়ার মঞ্জুরুল কবির, জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি মো. আলাউদ্দিন মিয়া, জাতীয় শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম হোসেন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ যাত্রী পরিবহণ সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বদিউজ্জামাল বাদল, বাল্কহড নৌযান মালিক সমিতির নেতা তোফাজ্জল হোসেন বাদল, বাংলাদেশ নৌ পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ব্যাপারীসহ নৌ পরিবহন মালিক এবং নৌ পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

#

আকতারুল/এনায়েত/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/২২৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮

**সরকারকে সরাতে এখন পাঠ্যপুস্তকের ওপর ভর করার অপচেষ্টা চলছে**

 **---শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, কোনো ইস্যু না পেয়ে শেখ হাসিনা সরকারকে সরাতে কেউ কেউ নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের ওপরে ভর করার চেষ্টা করছেন। তাদের নিয়ে করুণা করা যায়। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তারা যা বলছেন তা মিথ্যাচার, সেটি মেনে নেয়া যায় না। যেগুলো ভুল এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে তা সংশোধন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে। বাকি বইগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত আছে। সবাই মতামত দেন। যেসব মতামত যৌক্তিক তা গ্রহণ করা হবে।

আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমি সবার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আমি আনন্দিত এই জন্য যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পাশাপাশি দেশের সকল মানুষ পাঠ্যবই পড়ছেন। আমি চাই এটি তারা আরো সুক্ষ্মভাবে দেখুক। যত গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ রয়েছে আমাদেরকে দিক, আমরা খোলা মনে সমস্ত পরামর্শ বিবেচনা করবো। যেখানে যৌক্তিক হবে, সেখানে পরিমার্জন, পরিশোধন, পরিশীলন করা হবে। এটি আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের এবারের বইগুলো শিক্ষক, অভিভাবক-শিক্ষার্থী, শিক্ষবিদ, বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নিয়ে করা হয়েছে। আমরা তো মানুষ। আমাদের ভুল হতে পারে। ৩৫ কোটি বই ছাপা হয়, এটি একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। গত বছর বিদ্যুতের সমস্যা ও কাগজের সংকট ছিলো। প্রকাশকদের নিয়েও নানান ধরনের সমস্যা সমাধান করতে হয়েছে। যেখানে ভুল থাকবে, যেখানে ধরা পড়বে আমরা তার সকল যৌক্তিক ভুল সংশোধন করবো। কিন্তু যারা মিথ্যাচার করছেন তা মেনে নেয়া হবে না। পশ্চিমবঙ্গের বাতিল করা একটি বইয়ের বর্ণপরিচয় থাকা একটি পৃষ্ঠার সঙ্গে আমার ছবি দিয়ে বলা হচ্ছে যে আমি পৌত্তলিকতা শিখাচ্ছি। সেটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে জীবনের হুমকি দেয়া হলে সেটি সামাজিকতা নয়।

নবম-দশম শ্রেণির বই নিয়ে বির্তক তোলা হচ্ছে তা ১০ বছর আগে তৈরি মন্তব্য করে তিনি বলেন, এটি গত দশ বছর পরে ধরা পড়ছে। এটি দেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সংশোধন করেছেন। তিন দফায় সেটি সংশোধন করা হলেও সেই ভুল রয়ে গেছে। সেটি এবার সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে দায়িত্বশীল সংবাদ প্রচার করার আহ্বান জানান।

#

খায়ের/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/২১৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭

**ভোলা নর্থ -২ এপ্রাইজাল কূপে গ্যাস পাওয়া গেছে**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

ভোলা নর্থ-২ এপ্রাইজাল কূপ (Appraisal Well)-এ গ্যাস পাওয়া গেছে। গত বছর ৫ ডিসেম্বর  ভোলা নর্থ-২ এর কূপ খনন কার্যক্রম শুরু হয়ে ৩ হাজার ৪শ' ২৮ মিটার গভীরতায় সফলভাবে কূপ খনন কার্যক্রম শেষ হয় চলতি মাসের  ১৭ জানুয়ারি।

আজ ভোলা নর্থ-২ কূপ  ডিএসটি সম্পন্ন পরবর্তী এ কূপে গ্যাস আবিষ্কার হয়। চূড়ান্ত প্রোডাকশন টেস্টিং শেষে এ কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন হার নির্ণয় করা হবে। তবে সম্ভাব্য ২০(+/-) এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস উৎপাদনের বিষয়ে বাপেক্স আশাবাদী।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুসারে চালাতে হবে। ২০২২-২৫ সময়কালের মধ্যে পেট্রোবাংলা মোট ৪৬টি অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অফসুর ও অনসুরে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম আরো বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। দেশীয় জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম বাড়ানোর সাথে সাথে কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ব্রুনেইসহ গ্যাস ও তেল উৎপাদনকারী দেশসমূহের সাথে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি চুক্তির প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

#

আসলাম/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/২১২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ২৬৬

**অগ্নি সন্ত্রাসীদের নৃশংস বর্বরতার জবাব ব্যালটের মাধ্যমে জনগণ দেবে**

 **---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, রাজনীতির নামে বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাস এবং নৃশংস বর্বরতা এদেশের মানুষ কখনোই ভুলবে না। সেই নৃশংস বর্বরতার জবাব এ দেশের জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে দেবে।

আজ রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত ‘অগ্নি সন্ত্রাসের আর্তনাদ: স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি-সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার দাবি’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিগত ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনকালীন স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি বিএনপি-জামায়াত দেশে আগুন সন্ত্রাস চালিয়ে নিরীহ মানুষদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে বিএনপি পুনরায় পুলিশের ওপর বোমা হামলা ও জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে। এরা এদের পুরনো চেহারায় ফিরিয়ে গেছে। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াতের এসব আগুন সন্ত্রাসীদেরকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এদের সেই অগ্নিসন্ত্রাস আর যেন কখনো ফিরে না আসে সেজন্য দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়ে হাঁটু গেড়ে মাথা নত করে চলে গেছে পাকিস্তানি বাহিনী। কিন্তু তাদের প্রেতাত্মারা এখনো দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাই রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের শেকড় উপড়ে ফেলতে হবে।

আলোচনা সভার শুরুতে বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি-সন্ত্রাসের ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। প্রায় ২০ জন আগুনে দগ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত থেকে বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা বর্ণনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের  সাধারণ সম্পাদক আল মামুনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বিএম মোজাম্মেল হক, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব অ্যাম্বাসেডর বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ালিউর রহমান, অ্যাডভোকেট খোদেজা নাসরিন এমপি, শহিদ খালেদ মোশাররফের বোন রীণা মোশাররফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা জহির উদ্দিন জালাল, রুহুল আমিন মজুমদার, দেওয়ান কামাল, ভাস্কর রাশা ও ছাত্রলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী।

#

মারুফ/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/২০২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ২৬৫

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং বিষয়ক সেমিনার

**জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পূর্বাভাসভিত্তিক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, সঠিক মনিটরিংয়ের ফলে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের সময় উপকূলীয় এলাকার ২৪ লাখ মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল ৷ কিন্তু ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের গতিপথ বিক্ষিপ্ত থাকায় মাত্র সাড়ে ১০ লাখ মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় শুধু দেশীয় নয়, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথেও সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। এছাড়াও দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পূর্বাভাসভিত্তিক পর্যবেক্ষণ বাড়ানোরও আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মিলনায়তনে ‘Cyclone Sitrang Lesson Learned’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) এটিএম আবদুল ওয়াহ্‌হাবের সভাপতিত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপ-মহাসচিব সুলতান আহমেদ, আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্ট ফেডারেশন (আইএফআরসি) এর হেড অভ্ ডেলিগেশন সঞ্জীব কুমার কাফলে, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বিডিআরসিএস’র বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক ও কর্মকর্তাগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে সম্প্রতি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পদক্ষেপ, পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান, আগাম প্রস্তুতি, সতর্ক সংকেত বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

#

সেলিম/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪

**জাপানি শিক্ষা পদ্ধতি ‘কুমন’ চালুর লক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তর ও ব্র্যাক কুমনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব এবং স্কুল অভ্ ফিউচার সমূহে জাপানি শিক্ষা পদ্ধতি ‘কুমন’ (আফটার স্কুল প্রোগ্রাম) চালুর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং ব্র্যাক কুমন লিমিটেডের মধ্যে আজ আইসিটি অধিদপ্তরের সভাকক্ষে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

 আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল এবং ব্র্যাক কুমন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দা সারওয়াত আবেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

 আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (JETRO) এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ইউজি আন্দো, ব্র্যাক কুমন লিমিটেডের প্রধান নেহাল বিন হাসানসহ আইসিটি বিভাগের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাপানি শিক্ষা মেথড ‘কুমন’ দেশে ছড়িয়ে দিতে এ বছর থেকে আইসিটি বিভাগের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহে কুমন শিক্ষাক্রম চালু করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের মধ্যে ৬টি স্কুল অভ্ ফিউচারে পাইলট বাস্তবায়ন করা হবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০০টি স্কুল অভ্ ফিউচারে পুরোপুরিভাবে আনন্দদায়ক এই শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে।

 পলক বলেন, শিক্ষার এই পদ্ধতি শিশুদের গণিত ও ইংরেজি ভীতি কাটানোর পাশাপাশি প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন আর স্মার্ট সিটিজেনের জন্য প্রয়োজন স্মার্ট ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ২০৪১ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, উদ্ভাবনী আগামীর স্মার্ট ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়তে ব্র্যাক কুমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি জানান।

 উল্লেখ্য, ১৯৫৮ সালে জাপানি গণিত শিক্ষক তরু কুমন সহজে গণিত ও ভাষা শিক্ষার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা ‘কুমন পদ্ধতি’ নামে পরিচিতি। প্রথমে জাপানে, পরে বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে এই পদ্ধতি। বর্তমানে পৃথিবীর ৬০ দেশের ১৪ হাজার ৫০০ স্কুলে কুমন শিক্ষাপদ্ধতি চালু আছে।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী আইসিটি বিভাগের আইডিয়া ফ্লোরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপ-টেক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ও আমব্রো সিস্টেমের চেয়ারম্যান সাইফ আল আলেলিসহ ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন। এসময় তারা ডিপ-টেকে বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ফাইনানশিয়াল ডেটা সেন্টার, সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/পাশা/রাহাত/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

Handout Number : 263

**Newly appointed Chinese Ambassador calls on Foreign Minister**

Dhaka, 23 January 2023 :

 The newly appointed Ambassador of the People’s Republic of China to Bangladesh Yao Wen paid a courtesy call on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at the Ministry of Foreign Affairs today. Congratulating the new Ambassador, the Foreign Minister appreciated China’s assistance in several mega projects in Bangladesh and looked forward to the speedy approval and implementation of the existing and pipelined projects. He also thanked the government of China for enhancing duty free quota free (DFQF) market access from 97% to 98% products from Bangladesh into the Chinese market and hoped that this facility would come into force with necessary gazette notification within a short period of time.

 During the meeting, Foreign Minister acknowledged the invaluable support that China had extended to Bangladesh to tackle the Covid-19 pandemic. He expressed hope of having China’s continuous support in repatriation of Rohingyas to Myanmar. In reply, the Chinese Ambassador noted that the Rohingyas need to be repatriated to their homeland in Myanmar and hoped that the repatriation would start at an early date.

 Foreign Minister Dr. Momen expressed hope that bilateral relations between the two countries would reach new heights during the tenure of the new Ambassador. He also thanked China for being the largest bilateral trade partner of Bangladesh and hoped that China will invest more in Bangladesh in the coming years. During the meeting, both sides cordially exchanged views on bilateral and multilateral cooperation of mutual interests, including trade and investment, infrastructure development, connectivity, south-south cooperation etc.

 Ambassador Yao expressed his satisfaction over the ongoing development projects in Bangladesh with Chinese support which include, among others, Padma bridge rail link, Bangabandhu Tunnel under Karnaphuli river, Mongla port upgrading, extension of Osmani International Airport in Sylhet etc. He also informed that China will take part in the upcoming Bangladesh Business Summit to be held in Dhaka during 11-13 March 2023.

 Foreign Minister Dr. Momen wished Ambassador Yao a successful tenure in Bangladesh and assured him of full cooperation in discharge of his mandate.

#

Mohsin/Pasha/Rahat/Mosharaf/Mahmud/Joynul/2023/1855 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬১

**রংপুরে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে**

 **--- বাণিজ্যমন্ত্রী**

রংপুর, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, রংপুর অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খুবই সম্ভাবনাময়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং গ্যাস সরবরাহ না থাকার কারণে এ অঞ্চল অনেক পিছিয়ে ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত হওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী অল্পদিনের মধ্যে রংপুরে গ্যাস সরবরাহ লাইনের কাজ শেষ হবে। এর ফলে, এখানে শিল্প কলকারখানা স্থাপনে আর কোনো বাধা থাকবে না।

 মন্ত্রী আজ রংপুরের পীরগাছা উপজেলা পরিষদের হল রুমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পীরগাছা শাখার নেতাকর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, রংপুরে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনের ভালো পরিবেশ থাকার কারণে ইতোমধ্যে দেশের বড় বড় কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারীগণ যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন। কারখানা স্থাপনের জন্য স্থান পরিদর্শন করছেন। মন্ত্রী বলেন, রংপুর অঞ্চলে শিল্প-কলকারখানা স্থাপন করলে বিনিয়োগকারীগণ লাভবান হবেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াত মিথ্যাচার করেই যাচ্ছে। দেশের দৃশ্যমান উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে তাদের এই মিথ্যাচারের জবাব দিতে হবে। তিনি বলেন, আজ আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য বিশ্বসম্প্রদায় প্রশংসা করছে। বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনগণ আবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেবে। তা না হলে এ দেশ রাজাকার, আল-বদরদের দখলে চলে যাবে।

 উপজেলার ৮১টি ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৫৬১ জন প্রার্থীর উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাণভোমরা হচ্ছে এ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। পদ না পেলেও দলের এবং দেশের জন্য স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে হবে, এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের সকল নেতাকর্মীকে সততার সাথে দায়িত্ব নিয়ে দেশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

 পীরগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তছলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাজেদ আলী বাবুল, পীরগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মিলন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাফর ইকবাল এবং মজনু মিয়াসহ ৯টি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও ৮১টি ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীগণ।

 এর আগে মন্ত্রী পীরগাছা উপজেলার দেউতি কলেজ হলরুমে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ‘ঢাকা ইউনাইটেড বিজনেস ক্লাব’ এর দেয়া কম্বল শীতার্তদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এছাড়া, তিনি পীরগাছা উপজেলার তাম্বুলপুর ইউনিয়নে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/পাশা/রাহাত/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫৬ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯১ হাজার ১৭০ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৬৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯

**গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক নিজামূল কবীর**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের ত্রয়োদশ ব্যাচের কর্মকর্তা মোঃ নিজামূল কবীর গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে নিজামূল কবীর বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, তথ্য অধিদপ্তরের সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রশাসন), বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এবং মাঠপর্যায়ে নীলফামারি ও পিরোজপুর জেলা তথ্য অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯৪ সালের ২৫ এপ্রিল তথ্য অফিসার হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন।

সরকারি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, ভিয়েতনাম, সৌদি আরব, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর বহুদেশ সফর করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোক প্রশাসনে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি বিবাহিত ও দুই পুত্র সন্তানের জনক। নিজামূল কবীরের জন্ম ১৯৬৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার মলুহার গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে।

উল্লেখ্য, সরকারের প্রচার কাজে নিয়োজিত গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্থা। ৪টি উপজেলা অফিসসহ সারা দেশে জেলাপর্যায়ে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৬৮টি অফিস রয়েছে।

#

জোবায়ের/পাশা/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬৩৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮

**আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেনা**

মেহেরপুর, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, আওয়ামী লীগ কোন ধরনের প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেনা।

কাল মেহেরপুর সদর উপজেলার সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমি ভবনের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, কারো প্রতি কোন রকম অসৌজন্যমূলক আচরণও করেনা আওয়ামী লীগ। সকলে যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। আজ বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে দেশ। এই উন্নয়ন এর ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

স্কুল ম্যানিজিং কমিটির সভাপতি ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

#

শিবলী/অনসূয়া/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২৩/১৩১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭

**মেধাই হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ**

 **- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে মেধাই হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম খুবই মেধাবী। তাদের যথাযথভাবে তৈরি করে কাজে লাগাতে পারলে আগামীদিনের বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অনন্য দৃষ্টান্ত।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় মণিসিংহ-ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্টে ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’ বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মণিসিংহ ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্টের সভাপতি শেখর দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ওমানের সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. এসএম মুজিবুর রহমান, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মাহবুব জামান, জাতিসংঘের সাবেক উন্নয়ন গবেষণা প্রধান ড. নজরুল ইসলাম, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আবদুন নূর তুষার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সংগীতা আহমেদ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন বইটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলা ধরিত্রীর প্রধান নির্বাহী দিলওয়ার হোসেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী শত শত বছরের পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে বাংলাদেশের বিস্ময়কর রূপান্তর হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এই রূপান্তর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ফসল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। এটিকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের তরুণরা সামান্য সহযোগিতা পেলে বাংলাদেশকে তারা পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। এই জন্য প্রয়োজন শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর।

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে তরুণ সমাজকে ডিজিটাল যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব নয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে ডিজিটাল রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু করেছি। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জোরালো ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্ববান জানান তিনি।

পরে মন্ত্রী ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১২০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৬

**ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা, পরবর্তীকালে ১১ দফা ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে চিরতরে মুক্ত করতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। এতে আরো তীব্রতর হয় স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে বন্দি করে। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ঢাকা সেনানিবাসে বিচার শুরু করে। এ মামলার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা দুর্বার ও স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন গড়ে তোলে। কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গর্জে উঠে সারা বাংলার মানুষ। ১৯৬৯ সালের পুরো জানুয়ারি ছিল আন্দোলনে উত্তাল। প্রতিদিন আন্দোলনের ঘটনা ঘটে এবং ধারাবাহিকভাবে দেশব্যাপী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ছাত্র-জনতার চলমান মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে আসাদুজ্জামান শহিদ হন এবং অনেকে আহত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করা এবং পাকিস্তানি সামরিক শাসন উৎখাতের সংকল্প নিয়ে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি সংগ্রামী জনতা শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন ও সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেন। মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণে ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক এবং মকবুল, আনোয়ার, রুস্তম, মিলন, আলমগীরসহ আরো কয়েকজন শহিদ হন। জনতার কঠিন রুদ্ররোষ এবং গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে স্বৈরাচারি আইয়ুব সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ফলে আইয়ুব খানের স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়। অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী সকল শহিদ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আমরা গত ১৪ বছরে নিরলস পরিশ্রম করে দেশের আর্থ-সামাজিক সকল খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছি। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত মানুষ উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে। জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপহার দিয়েছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতিহাস বিকৃতি বন্ধ করেছি। অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে রায় কার্যকর করছি। নতুন প্রজন্ম দেশের সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ‘উন্নয়নের রোল মডেল’ হিসেবে স্বীকৃত। এমডিজির লক্ষ্যসমূহ সফল বাস্তবায়নের পর এসডিজির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পথেও বাংলাদেশ দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ‘এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছি। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশে রূপান্তর এবং ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে আমরা সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ ৷

আমি শহিদ মতিউরসহ দেশের মুক্তিসংগ্রামের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

 **জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/কলি/ইমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৫

**ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশের স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি একটি ঐতিহাসিক দিন। এ দিনটি গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা করেন। স্বায়ত্তশাসনসহ ৬-দফা ছিল বাঙালির মুক্তি সনদ। ৬-দফা ঘোষণার পর স্বাধিকার আন্দোলনের গতি তীব্রতর হয় এবং তা পূর্ব বাংলায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের যৌথ আন্দোলন গণআন্দোলনকে বেগবান করে। তৎকালীন স্বৈরশাসক এ আন্দোলন নস্যাৎ করতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে। বঙ্গবন্ধুসহ অন্য আসামিদের মুক্তি এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবিতে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি কারফিউ ভঙ্গ করে রাজনীতিক-ছাত্র-শিক্ষক-জনতা মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন নবকুমার ইনস্টিটিউট স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান।

শহিদ মতিউরসহ অন্যান্য শহিদের রক্ত বৃথা যায় নি। গণঅভ্যুত্থানের ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারসহ রাজবন্দিদের মুক্তি এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল বাঙালির মুক্তি আন্দোলনে বড় অর্জন মাইলফলক। এই গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে দায়িত্বপালনের জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা